পলিসি ব্রিফ
#১৪৬-৯/২০২৫
জানুয়ারি ২০২৫

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘নতুন বাংলাদেশ’: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার

পলিসি ব্রিফ

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন ‘নতুন বাংলাদেশ’ গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ীকরণের অপপ্রয়াসের অন্যতম কারণ–জবাবদিহির ঊর্ধ্বে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচারহীনতা। ‘নতুন বাংলাদেশে’ রাষ্ট্র-সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট দুর্নীতি, তথা ক্ষমতার অপব্যবহারের এই বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। জনপ্রতিনিধিত্ব, সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও চর্চায় এমন আমূল পরিবর্তন আনতে হবে যেন জনগণের রায় ও অর্পিত ক্ষমতায় এবং জনগণের কাছে কার্যকর জবাবদিহিতায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নাগরিকদের সাথে সরকারের প্রাথমিক যোগাযোগ তৈরি এবং ভবিষ্যত রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা প্রক্রিয়াকে সুসংহত করতে রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রক্রিয়ায় সকল জনগণ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বিকেন্দ্রীকরণের বিধান রয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যক্রম নির্ধারণ, জনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, এবং এ লক্ষ্যে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ, বাজেট প্রণয়ন ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

সংবিধানে কার্যকর ও স্বশাসিত স্থানীয় শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হলেও সাংবিধানিক ও জন-আকাঙ্ক্ষার আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনসমূহ প্রণীত না হওয়া, আর্থিক স্বনির্ভরতা না থাকা ও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা, রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ, এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতির কারণে বাংলাদেশে কার্যকর ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। একটি কার্যকর, দক্ষ এবং জনগণ-কেন্দ্রিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রক্রিয়াগত সংস্কারের প্রয়োজন।

দেশে গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ধারাবাহিকভাবে সংসদীয় ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, নির্বাচনী ব্যবস্থা, জনপ্রশাসনসহ শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, যার মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অন্যতম। ইতোমধ্যে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতনের পর স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার জন্য বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ‘স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন’ গঠন করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারের মাধ্যমে স্বাধীন, কার্যকর, শক্তিশালী, দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে টিআইবি তার গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ-সাপেক্ষে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে।

সুপারিশমালা

আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ‘স্থানীয় সরকার কমিশন’ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধিতে নিম্নোক্ত বিষয় সুনির্দিষ্ট করতে হবে -

   ১.১ কমিশনের প্রধান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত নির্ধারণ;

   ১.২ পেশাগত জীবনে স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ/অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তিকে মনোনয়ন;

১.৩ বাছাই কমিটির দ্বারা প্রাথমিকভাবে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ;

১.৪ বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশুনানীর আয়োজন;

১.৫ কমিশনের সদস্যসহ জনবল কাঠামো নির্ধারণ ও নিয়োগের ক্ষেত্রে জনবৈচিত্র্য যেমন নারী, আদিবাসী, ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২. স্থানীয় সরকার কমিশনের কার্যপরিধি হবে -

২.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়মিত পর্যালোচনা ও সময়োপযোগী সংস্কার;

২.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের জন্য আচরণবিধি তৈরি;

২.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ ও অপসারণ;

২.৪ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রতিনিধিদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ;

২.৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষ মানবসম্পদ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' সৃষ্টি করা;

২.৬ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি কার্যক্রম তদারকি;

২.৭ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের (এনআইএলজি) কার্যক্রম পর্যালোচনা ও কার্যপরিধি পুনঃনির্ধারণ;

২.৮ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্ধারিত আর্থিক বরাদ্দ, আনুতোষিক/বেতন-ভাতা পর্যালোচনা ও নির্ধারণ; এবং

২.৯ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কার্যক্রম এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের অসদাচরন সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ বা নিষ্পত্তি।

৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী, কার্যকর ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে স্থানীয় সরকার আইনসমূহের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

৩.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য দলীয় প্রতীকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিধান বাতিল করতে হবে।

৩.২ বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন) জন্য প্রযোজ্য আইনগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা, অস্পষ্টতা ও সমন্বয়হীনতা দূর করে প্রতিটি স্তরের প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি, ক্ষমতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্ট করতে হবে। প্রয়োজনে সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একক আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৩.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য সংসদ সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার বিধান করতে হবে, এবং আইন সংশোধন করে উপজেলা পরিষদ থেকে স্থানীয় সংসদ সদস্যের উপদেষ্টার ভূমিকা রহিত করতে হবে।

৩.৪ ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি বা রাজস্ব আহরণের আওতা বৃদ্ধির জন্য হাট-বাজার, নদীর ঘাট, জলমহাল, বালুমহাল, পুকুর ইজারা দেওয়ার এখতিয়ার এবং স্থানীয় পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আদায়কৃত রাজস্ব বা আহরিত সম্পদের একটি বাস্তবসম্মত বণ্টনহার নির্ধারণ ও ক্ষেত্রবিশেষে পুনঃনির্ধারণ এবং কার্যকর করতে হবে।

৩.৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণ-অনাস্থা প্রকাশের মাধ্যমে অপসারণ এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার এলাকায় পুনরায় নির্বাচনের (রিকল ইলেকশন) বিধান করতে হবে।

৩.৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রথাগত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার (রাজা, হেডম্যান ও কারবারি) স্বকীয়তা বজায় রেখে যথাযথ ভূমিকা পালনের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে পার্বত্য জেলাগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য আঞ্চলিক পরিষদ, সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং প্রথাগত (রাজা, হেডম্যান ও কারবারি) প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে সকল প্রকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, আর্থিক বরাদ্দ এবং সেগুলোর বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩.৭ পার্বত্য জেলাগুলোর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা) স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সংরক্ষিত প্রতিনিধিত্ব/সদস্যপদ তৈরি করার বিধান করতে হবে।

৩.৮ পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোতে রাজনৈতিক ও দলীয় বিবেচনায় নিয়োগের পরিবর্তে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন করার প্রচলন করতে হবে।

৩.৯ পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন পর্যায়ে ওয়ার্ড সভা আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণী বাধ্যতামূলক জমা করা এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার বিধান করতে হবে।

৩.১০ ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে হিসাবরক্ষকসহ দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ দিতে হবে।

৩.১১ পৌরসভা পর্যায়ে অপরিকল্পিত নগরায়ণ প্রতিরোধে নগর পরিকল্পনাবিদ পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ করতে হবে।

৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে নাগরিক সুবিধা প্রদানের মূলকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে সকল প্রকার পরিষেবা, যেমন পানি সরবরাহ, বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন, প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, পরিবেশ দূষণ রোধ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং জননিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি সেবা প্রদানের নিমিত্তে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করার জন্য যথাযথ আইনি সংস্কার এবং বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত সকল সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য তাদের পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধির মতামত ও মূল্যায়ন গ্রহণের বাধ্যবাধকতার বিধান করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা

৬. স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য স্থানীয় সরকারের সকল প্রতিষ্ঠানকে জনগণের চাহিদা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অনুযায়ী সময়াবদ্ধ (বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পের গুরুত্বানুসারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করার জন্য ই-গভার্নেন্স ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য নিয়মিত তদারকি করতে হবে।

৮. কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও স্থানীয় উৎস থেকে আহরিত অর্থের যথাযথ সমন্বয় করে সুষম বাজেট প্রণয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে চাহিদার পাশাপাশি পূর্ববর্তী অর্থবছরের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বিবেচনা করতে হবে।

৯. সরকারের বিভিন্ন নির্বাহী আদেশ (যেমন- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী, দুর্যোগ মোকাবিলা ও ত্রাণ বিতরণ, বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ইত্যাদি) বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

১০. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে মাঠ প্রশাসনের সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে - বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনার সাথে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের পরিকল্পনার সামঞ্জস্য থাকতে হবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তরিত বিভাগগুলোর কার্যক্রম উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান দক্ষতার সাথে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের বাজেট, পরিকল্পনা প্রণয়ন, ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

১২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও সক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌরসভা ও ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের জন্য কার্যালয়, গণজমায়েত ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য 'কমিউনিটি সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার ও লজিস্টিকস সরবরাহ (যেমন: কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ, সভাকক্ষ ইত্যাদি) এবং বাজেট নিশ্চিত করতে হবে।

১৪. দুর্যোগ মোকাবিলা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ সুরক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১৫. স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম আদালত পরিচালনা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

১৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নিয়মিত ওয়ার্ড সভা আয়োজন এবং সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভায় বাধ্যতামূলক জমাদানের বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য স্থানীয় সরকারের প্রতিটি স্তরে নির্ধারিত স্থায়ী কমিটি গঠন ও নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মাসিক সভায় বাধ্যতামূলক জমাদানের বিধান কার্যকর করতে হবে এবং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বাজেট প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে বা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১৯. আর্থিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে স্বাধীন নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়া ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

২০. জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের আয় ও সম্পদ বিবরণী বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ ও বাধ্যতামূলকভাবে জমা দেওয়ার বিধান করতে হবে।

অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধ

২১. সকল স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সৎ ও যোগ্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে আইনে উল্লেখিত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

২২. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মচারীদের সততা ও শুদ্ধাচার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

২৩. 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

২৪. স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম ও সেবা সম্পর্কে নাগরিকদের জানাতে আধুনিক ও যুগোপযোগী ডিজিটাল সিটিজেন চার্টার তৈরি করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করতে হবে। নাগরিক সেবা প্রদানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

২৫. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নাগরিক সেবা বিশেষ করে জন্ম ও মৃত্যু সনদ প্রদানসংক্রান্ত সেবায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সকল কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গ অন-লাইনভিত্তিক করতে হবে।

২৬. স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ বা বিবাদ নিষ্পত্তি কার্যক্রম নিরসনে অনানুষ্ঠানিক বিচার-সালিশ বন্ধ করে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে।

২৭. স্থানীয় সরকারের সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানির মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে। শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

২৮. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে 'গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস)' সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে

   ২৮.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে জিআরএস সংস্কার করে এই অভিযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের অবহিত করতে হবে এবং যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্য নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানানোর পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

   ২৮.২ জিআরএস-এর পাশাপাশি অভিযোগ বাক্স, ই-মেইল, ওয়েবসাইট, হটলাইন ইত্যাদির মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

   ২৮.৩ সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য জমাকৃত অভিযোগ নিরসনে গৃহীত পদক্ষেপ ও ফলাফল সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে/নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
E-mail: info@ti-bangladesh.org, Website: www.ti-bangladesh.org, Facebook: TIBangladesh